উপজেলা পরিষদ পাংশা এ স্থায়ী কমিটি
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
পাংশা, রাজবাড়ী।
www..Pangsha rajbari.gov.bd

পাংশা উপজেলার ডিসেম্বর /২০২২ মাসের আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ মোহাম্মদ জাফর সাদিক চৌধুরী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পাংশা, রাজবাড়ী। স্থান ঃ উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষ
পাংশা, রাজবাড়ী।
তারিখ ঃ ১২.১২.২০২২ খ্রিস্টাব্দ। সময় ঃ বেলা ১০.৩০ ঘটিকা

সভায় উপজেলা আইন-শৃংখলা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ জিল্লুল হাকিম, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, রাজবাড়ী-২, উপদেষ্টা জনাব মোঃ ফরিদ হাসান ওয়াদুদ, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পাংশা উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো। সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপজেলা পরিষদের নতুন ভবনে সকলকে স্বাগত জানিয়ে গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর আইন-শৃংখলা বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। চেয়ারম্যান, মাছপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, পাংশা জানান যে, বর্তমানে মাছপাড়া ইউনিয়নের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক। আগামী শীতের সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

চেয়ারম্যান, বাহাদুরপুর ইউনিয়ন পরিষদ, পাংশা জানান যে, কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বর্তমানে হাবাসপুর ইউনিয়নে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক। তবে বর্তমানে আমরা ছেলেধরা সংক্রান্ত গুজবে আতংঙ্কে আছি কোন সময় কোন অঘটন ঘটে। প্রায় সময় প্রায়ই লক্ষ করা যায় কিছু যুবক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘুরে রেড়ায় এবং কিছু চুরি ও ছিনতাই সংঘটিত হয় । এ ব্যাপারে এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার করার জন্য আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি অনুরোধ জানান। চেয়ারম্যান, বাবুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, পাংশা জানান যে, বর্তমানে কসবমাঝাইল ইউনিয়নের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি ভাল। তবে সুদের কারবার এবং জমি দখলের প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছে । সুদের ব্যবসায়ীরা ফাঁকা চেকে ইচ্ছামত টাকার পরিমান লিখে পাওনাদারের বিরুদ্ধে মামলা করছে । সুদের ব্যবসা বন্ধ করতে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। চেয়ারম্যান, মৌরাট ইউনিয়ন পরিষদ, পাংশা জানান যে, মৌরাট ইউনিয়নের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক। তবে এখন নদীতে পানি বাড়ছে । মৌরাট ইউনিয়নে বন্যা দেখা দিয়েছে । বিগত দিনে দেখা গেছে এ সময় নদী দিয়ে ডাকাতরা গরু ডাকাতি করে নিয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন ভাটায় ইয়াবা খোরদের আড্ডা আছে । এ জন্য এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার করা প্রয়োজন ।চেয়ারম্যান, মাজপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, পাংশা জানান যে, সরিষা ইউনিয়নের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল নেই। মাজপাড়া এবং পাট্টা ইউনিয়নে গরু চুরি হচ্ছে । গরু চুরি করে যশাই ইউনিয়নের ভিতর দিয়ে নিয়ে যায়। এলাকায় সন্ত্রাসীদের তান্ডব বেড়েছে। মাষ্টারের বাড়ীতে আক্রমন করে ৫,০০,০০০/- টাকা চাঁদা দাবী করেছে সন্ত্রাসীরা। তিনি বাবুপাড়া ইউনিয়নে ১৯৭১ সালের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ের অবস্থা খেয়াল রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

সাংবাদিক, পাংশা প্রেসক্লাব বক্তব্যের শুরুতেই বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ জিল্লুল হাকিম, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, রাজবাড়ী-২ সদ্য রাশিয়া সফর শেষে ফিরে আসায় তাঁকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে, পদ্মা সেতুতে মাথা লাগবে মর্মে Facebook সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এবিষয়ে সকলকে সজাগ থাকার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। তিনি আরও জানান যে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসামাজিক কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে । কয়েকদিন আগে ছিদ্দিকিয়া মাদ্রাসার নৈশ প্রহরীকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। পরে সে নির্দোষ হওয়ায় তাকে পূণর্বহাল করা হয়েছে । যদি সে নির্দোষ হয় তবে যে অভিযোগ করেছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া দরকার। পুঁইজোর মাদ্রাসাসহ আরো

অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সভা করা সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। আইন-শৃঙ্খলা সভার বিষয়ে তিনি বলেন পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে সে বিষয়ে পরবর্তী সভায় আলোচনা করা দরকার । মাদকের বিষয়ে তিনি বলেন, পাংশা উপজেলায় শুধুমাত্র মাছপাড়া ইউনিয়ন ছাড়া কোন ইউনিয়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে মাদকের বিরুদ্ধে সভা করা হয়নি। প্রতিটি ইউনিয়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে মাদকের বিরুদ্ধে সভা করা দরকার ।

উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, জনাব মোছা: রোকেয়া বেগম জানান যে, পাংশা উপজেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে। তবে বিভিন্ন জায়গায় রিক্সাওয়ালা ও ভ্যানওয়ালাদের নিকট চাঁদা দাবী করা হচ্ছে । এ ব্যাপারে তিনি আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকার জন্য অনুরোধ জানান।

উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির উপদেষ্টা জনাব মোঃ ফরিদ হাসান ওয়াদদু, জানান যে, মাদকের প্রতি আমাদের নজর রাখতে হবে। মাদক যারা সেবন করে তাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। বরগুনার মত কোন ঘটনা যেন পাংশাতে না ঘটে সে জন্য সবাইকে সর্তক থাকতে হবে। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সময়ে মোবাইলে চাঁদা দাবী করে এবং চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে রাত্রে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দেয়। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। একটি চক্র চাচ্ছে বাংলাদেশকে একটি অস্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করতে। সে জন্য বিভিন্ন ধরণের গুজব ছড়ানো হচ্ছে । বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে প্রবেশ করেছে কাজেই এই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করতে এবং সরকারকে বিব্রত একটি মহল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । এ ব্যাপারে তিনি আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বহিনীসহ সংশ্লিষ্টসকলকে সজাগ থাকার জন্য অনুরোধ জানান।

উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ জিল্লুল হাকিম, মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজবাড়ী-২, তাঁর সদ্য রাশিয়া সফকালীন প্রত্যক্ষ করা সেদেশের জনগণের মধ্যে আইন মানার প্রবনতা এবং তাদের নগর পরিকল্পনা বর্ণনা করেন। অত:পর তিনি বলেন মাদক আমাদের সমাজকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা আমাদের সকলকে ভাবতে হবে । মাদকের কারণে ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে , দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে । তিনি বলেন শুধু পুলিশের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে হবে না। জনপ্রতিনিধি, চাকুরীজিবি, ব্যবসায়ী সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হবে । ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের প্রধান দায়িত্ব তার ইউনিয়নের ছেলেমেয়েদেরকে মাদক থেকে রক্ষা করা । প্রত্যেক ইউনিয়নে মাদকের বিরুদ্ধে সভা করতে হবে এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন মনিটর করতে হবে । মাষ্টারের বাড়িতে হামলাকারীসহ সকল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এ ব্যাপারে জিরে টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। পদ্মা সেতুতে মাথা লাগবে মর্মে গুজব ছড়ানো হচেছ। পদ্মা সেতু শুরু হওয়ার পূর্বে যেভাবে অপ-প্রচার চালানো হয়েছিল আবার একই ব্যাপার ঘটছে। সুদের ব্যবসার বিষয়ে তিনি বলেন সুদের ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। বাবুপাড়াতে একটি জালচক্র আছে যারা মানুষকে পথে বসানোর ব্যবস্থা করছে এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। বাবুপাড়া ইউনিয়ে নির্মাণাধীন মাদ্রাসার বিষয়ে তিনি বলেন মাদ্রাসার কমিটিকে ডেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন যে যেহেতু বর্তমানে সরকার কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃতি দিয়েছে সেহেতু এর একটা নীতিমালা আছে। নীতিমালা অনুযায়ী মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে কিনা মনিটরিং করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন পাংশা কলেজে কিছু যুবক ইভটিজিং করে । কলেজে বহিরাগতদের অবস্থান কোনভাবেই সহ্য করা হবে না । কলেজের পরিবেশ নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। যে কোন মূল্যে কলেজে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। এস আই, কালুখালী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে সভায় জানান যে, মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে অলোচনা করে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য র্সবোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এ ব্যাপারে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন গুজন ছড়িয়ে একটি মহল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পরে এ ব্যাপরে তিনি সকলকে সজাগ থাকার অনুরোধ জানান । সভাপতি জানান যে, অবস্থানগতভাবে পাংশা একটি আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটানোর সম্ভাবনাময় এলাকা। কারণ পাংশা উত্তর দিকে পদ্মা নদীবেষ্টিত পাবনা জেলা । পশ্চিমে কুষ্টিয়া জেলা এবং দক্ষিনে গড়াই নদী বেষ্টিত মাগুড়া ও ঝিনাইদহ জেলা অবস্থিত । এলাকায় মাদক সেবন

ব্যবসায়ী ও বিক্রয়কারীর সংখ্যা যেন নির্মূল করা যায় এবিষয়ে যার যার অবস্থান থেকে সচেষ্ট থাকতে হবে। বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। সবাই এক সাথে কাজ করলে বাল্য বিবাহ বন্ধ করা যাবে। ইভটিজিং নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। অবৈধ বালুর ব্যবসা বন্ধ করতে হবে । এ ব্যাপারে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য সংসদে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন আমরা ওনার সাথে আছি অবিলম্বে এই অবৈধ বালুর ব্যবসা বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । সকল ইউনিয়নসহ আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটানোর সম্ভাবনাময় এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার করার জন্য অফিসার-ইন-চার্জ, পাংশা থানাকে অনুরোধ করা হলো।

সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

ক) এলাকায় কোন মাদক বিক্রেতাকে দেখা গেলে তাদের বিষয়ে থানাকে তাৎক্ষনিকভাবে অবহিত করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো। খ)ঈদের সময় পাংশা উপজেলার বাবুপাড়া, বাহাদুরপুর এবং যশাই ইউনিয়নসহ সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার করার জন্য অফিসার-ইন-চার্জ, কালুখালী থানাকে অনুরোধ করা হলো।গ)পাংশা কলেজে ইভটিজিং এবং বহিরাগতদের অবস্থান বন্ধ করার জন্য অধ্যক্ষ, কালুখালী কলেজ, অফিসার-ইন-চার্জ, কালুখালী থানা সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হলো । ঘ)কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে কোন ধরণের অসামাজিক কার্যকলাপ সংঘটিত না হয় সে জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হলো । ঙ)সুদের ব্যবসাসহ জালচক্রের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অফিসার-ইন-চার্জ, কালুখালী থানাকে অনুরোধ করা হলো।চ) সন্ত্রাসীরা এলাকায় প্রবেশের সাথে সাথে পুলিশকে অবহিত করার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে অনুরোধ করা হলো। ছ) সোনাপুর ইউনিয়নের বোয়ালিয়া নির্মাণাধীন মাদ্রাসার বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।মজ) বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন, জঙ্গীবাদী কার্যক্রম, মাদক বিক্রয় ও সেবনকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ তৈরীর লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদসমূহে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে আয়োজন এবং উক্ত সভার কার্যবিবরণী জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী ও অত্র দপ্তরের প্রেরণের জন্য মেয়র, পাংশা সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণকে অনুরোধ করা হলো। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোহাম্মদ জাফর সাদিক চৌধুরী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পাংশা,রাজবাড়ী।
মোবাঃ নং-

০১৭৩৩৩৩৩৬৪০৬
E-mail:unopangsa@mopa.gov.bd

স্মারক নং ০৫.৩০.৮২৭২.০০২.১০.১০০.১৮- ৭০৯ (৫০) ৫৭ তারিখঃ-১২ /১২/২০২২ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, রাজবাড়ী-২।
২। জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী।
৩। পুলিশ সুপার, রাজবাড়ী।
৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পাংশা, রাজবাড়ী ।
৫। মেয়র, কালুখালী পৌরসভা, পাংশা, রাজবাড়ী
৬। ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পাংশা, রাজবাড়ী।

অবগতি ও কার্যার্থেঃ

৭। চেয়ারম্যান,.....ইউনিয়ন পরিষদ, পাংশা, রাজবাড়ী।
৮। উপজেলা ..... অফিসার, পাংশা,রাজবাড়ী।
৯। জনাব .....।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পাংশা, রাজবাড়ী।